"বাদাবন সংঘ"

গ্রামঃচিত্রা,পোঃ- গৌরম্ভা, ইউনিয়নঃ গৌরম্ভা
উপজেলাঃ রামপাল,জেলাঃ- বাগেরহাট।

"গঠনতন্ত্র"

ভূমিকাঃ বাংলাদেশের জন্ম লগ্ন থেকে অদ্যবধি পর্যন্ত সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বে-সরকারী সংস্থা যুদ্ধ বিধ্বস্থ দেশটির পুনঃগঠনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দেশ ও জাতি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে অগ্রসর হতে পারে নাই। তাই উন্নয়নকে সহায়তা করার নিমিত্তে উপরন্তু বস্তিবাসী গ্রাম ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী আশংকা জনক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘন জনবসতি অমানবিক অবস্থায় বসবাস করার জন্য তাদেরকে এরকম বাধ্য করা হচ্ছে। এরই প্রেক্ষিতে প্রচলিত উন্নয়ন কার্যক্রম ও সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ গরীব ও প্রতিবন্ধী লোকদের প্রকৃত অনুভূতি প্রয়োজন এর উপর বাস্তব সামাজিক বিশ্লেষণ করার জন্য "বাদাবন সংঘ" করা হয়েছে। যাহা, সমস্যা সমূহকে চিহ্নিত করে সমাধানের লক্ষ্যে সাধ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট কর্ম এলাকা নিয়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে টেকসই উন্নয়নের একটি মডেল উপহার দিতে সচেষ্ট থাকবে।

ধারা নং- ০১. প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ" বাদাবন সংঘ ।
গ্রামঃচিত্রা,পোঃ- গৌরম্ভা, ইউনিয়নঃ গৌরম্ভা ,উপজেলাঃ রামপাল,জেলাঃ- বাগেরহাট।

ধারা নং-০২. প্রতিষ্ঠানের প্রধান দপ্তরঃ-
বাংলাদেশের খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলাধীন চিত্রা গ্রামে প্রতিষ্ঠানের প্রধান দপ্তর হবে। প্রতিষ্ঠানের ঠিকা পরিবর্তন হলে ৩০ দিনের পূর্বে নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদন গ্রহণ পূর্বক ঠিকানা পরিবর্তন করা যাবে। পরিবর্তন ঠিকানা অ দাতা প্রতিষ্ঠান এবং হিসাব সংরক্ষণকারী কর্তৃপক্ষকে লিখিত ভাবে এই রূপ জানতে হবে।

ধারা নং- ০৩. সংস্থার কর্ম এলাকাঃ-
বৃহত্তর খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলায় এর কর্ম এলাকা আওতাধীন থাকবে।

ধারা নং- ০৪. প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যঃ-
ইহা একটি অরাজনৈতিক সমাজ উন্নয়ন মূলক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এক বা একাধিক বিষয়ের উপর কার্যক্রমের সমন্বয়ে সমাজকল্যা নিশ্চিতকরণ করাই এ সংস্থার মূল লক্ষ্য।

ধারা নং- ০৫. সংস্থার উদ্দেশ্য সমূহঃ-
০৫.১ শিশু কল্যানঃ আজকের শিশু আগামি দিনের ভবিষ্যত ।তাই শিশুকল্যানের জন্য বাগেরহাস্থা সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহন করবে ।

০৫.২ ।যুব কল্যানঃ যুবকরাই জাতির মেরুদন্ড ।প্রানের স্পন্দন তাদেরই আছে এ সমাজে বহুবিধ কর্মসাধন তাদের দ্বারাই সম্ভব। তাই তাদের কর্ম প্রেরনা ও উৎস যোগাইবার সুচারু ব্যবস্থা এই প্রতিষ্ঠান অবশ্যই করিবে। চিত্ত বিনোদন, আমো প্রমোদ এবং সেবাধর্মী প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করবে। তাদের মেধা ও শক্তিকে সৎ প চালিত করে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে এই প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করিবে ।

০৫.৩ । নারী কল্যানঃ বাংলার নারী সমাজ ,বিশেষ করিয়া পল্লীর নারীরা আজ সর্বহা অবহেলিত ও চিরবঞ্চীতা ।সামাজিক মূল্যবোধের অভাবে পল্লীর নারী সমাজ অ ভিক্ষাবৃত্তিক , দাসীবৃত্তি, এমনকি জীবনের তারনায় নিষ্ঠুর সমাজের অবহেলার ফ পতিতাবৃত্তি পর্যন্ত করিতে তাহারা বাধ্য হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠান তাহারা যথাশক্তি দি নারী জীবনের এই অভিশাপ মোচনে তৎপর হইবে। তাহা ছাড়া সমাজের অবহেলি সর্বস্তরের নারীদের সময় উপযোগী সাহায্য, মানসিক উন্নতি ও শিক্ষার ব্যবস্থা করি সচেস্টা হইবে ।নারীর অভিশাপ ও যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে এই প্রতিষ্ঠান সর্বদা ক করিবে ।

০৫.৪ ।শারিরীক ও মানসিক বাধাগ্রস্তদের কল্যান ঃঅবিরাম দুঃখ ভোগ সাময়িক বে প্রাপ্তি ও বিভিন্ন কারনে শোকাহত হইলে মানসিক বাধাগ্রস্ত সৃষ্ট হয় ।রোগের দ শারীরিক অক্ষমতা সৃষ্টি হয়। সমাজে এরুই পর্যায়ে যাহারা অন্যের মুখাপেক্ষী হ পূর্ণসহ জীবন যাপন করে তাদের কল্যানের জন্য সময় উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহন ক যাবে।

সভাপতি
বাদাবন সংঘ
রামপাল, বাগেরহাট।

সাধারণ সম্পাদক
বাদাবন সংঘ
রামপাল, বাগেরহাট।

০৫.৫। পরিবার পরিকল্পনাঃ ছোট পরিবার সুখি পরিবার।সীমিত সংখ্যক ছেলে মেয়েই পেয়ে থাকে নিয়মিত ও পরিমিত আদর যত্ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। গ্রাম বাংলার প্রতিটি পরিবার যাহাতে ছোট ও সুন্দর হয় তাহার জন্য এই প্রতিষ্ঠান কাজ করবে। সীমিত সংখ্যক শিশুরা যাহাতে শিক্ষা দীক্ষা আদর যত্ন প্রভৃতির অধিকার হইতে পারে, সে বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।গ্রামের অশিক্ষিত জনগনকে পরিবার পরিকল্পনার সুফল সম্পর্কে অবগত করে, এই পরিকল্পনা গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করা।

০৫.৬। সমাজ বিরোধী কার্যাবলী হইতে লোককে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে আমোদ- প্রমোদ কর্মসূচীঃ সমাজ বিরোধী যে কোন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এই প্রতিষ্ঠান তাহার ন্যায় সংগত পদক্ষেপ গ্রহন করিয়া সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবে। সঙ্গে দোষে অসৎ/ বিপদে মন্দ পথে না যায়। তাহার সুবন্দোবস্তের ব্যবস্থা করা। সমাজ হতে জুয়া, পাশা, অর্থের বিনিময় তাস খেলা, চুরি, ডাকাতি,খুন রাহাজানী,মস্তানী, ইত্যাদি সমাজ বিরোধী কার্যকালাপ চিরতরে উচ্ছেদ করনার্থে সর্বশক্তি নিয়োগ করিবে।ইহা ছাড়া কাহারো অভিযোগ না পাওয়া সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠান যদি জানতে পারে যে, সমাজে কোন অবৈধ কার্যকলাপ ঘটিতে চলিয়াছে বা ঘটিয়াছে, এমতবস্থায় অত্র প্রতিষ্ঠান উপসাজক হইয়া উহা উচ্ছেদ কল্পে ন্যায় সংগত যে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবে এবং সাথে সাথে সামাজিক অবক্ষয় দূরিকরনের জন্য বিভিন্ন আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।যাতে সংস্থার সদস্যদের মধ্যে পুরস্কার বিতরন করা যাবে।

০৫.৭। প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থাকরনঃ শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা বিহীন কোন দেশ ও জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে না। পল্লীর শতকরা ৮০ জন লোকই অশিক্ষিত। তাই আবশ্যিক প্রয়োজনের তাগিদে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে বয়স্ক গ্রাম্য অধিবাসীকে অক্ষর জ্ঞান দান করার প্রচেষ্টা এই প্রতিষ্ঠান চালাইতে পারিবে।
বিনামূল্যে বয়স্ক শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবে। কৃষকের এই জ্ঞানের মৌলিক উদ্দেশ্য হইল কৃষি কাজের উন্নতি সাধন ও সম্প্রসারন যাহাতে কৃষকেরা সুষ্ঠ ভাবে বিদেশী উন্নত মানের চাষাবাদ ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিতে পারে, তার সু-ব্যবস্থা এই প্রতিষ্ঠান করিতে পারিবে। ইহা ছাড়া অই প্রতিষ্ঠান সৎ সরল জনগনের মনে স্বাধীনতাবোধ, তাদের কর্তব্য দায়িত্ববোধ জাগাইয়া তুলিবে।

০৫.৮। মুক্তিপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের কল্যান ও পুনর্বাসন ঃ রাজনৈতিক বন্দীরা যখন মুক্তি প্রাপ্ত হয় তখন তাদের সমাজে কান কাজ থাকে না।নিরবিচ্ছিন্নভাবে সমাজে ঘুরে বেড়ায়। এ হেন অবস্থায় সমাজের মুক্তিপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের কল্যান ও পুনর্বাসনে এই সংস্থা নিবিড় ভাবে কাজ করবে।

০৫.৯। শিশু অপরাধীদের কল্যানঃ বর্তমানে শিশুরা বিভিন্ন অপরাধ মুলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছে। শিশুদের অপরাধ একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিনত হয়েছে।শিশুদের সামাজিক অবক্ষয় থেকে মুক্ত করার এই সংস্থার এই সংস্থার প্রধানতম কাজ হবে।

০৫.১০। সামাজিক বাধাগ্রস্থদের কল্যানঃ সমাজে যারা নিপিড়ীত ও নিগৃহিত মানুষ বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কর্মকান্ডে সামাজিক ভাবেবাধাগ্রস্থ হচ্ছে তাদের কল্যানে এগিয়ে আসা হবে সংস্থার কাজ।

০৫.১১।ভিক্ষুক ও নিঃস্বদের কল্যানঃ সমাজের একটি অংশ ভিক্ষাবৃত্তির সাথে জড়িত এবং তারা নিঃস্ব।ভিক্ষাবৃত্তি একটি ধর্মীয় অপরাধের আওতায় পড়ে। সমাজের এই অংশটিকে যাতে ভিক্ষাবৃত্তি করতে না হয় সে বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহন করা।

০৫.১২। রোগীদের পুনর্বাসন ও কল্যানঃ সমাজের রোগগ্রস্থ মানুষের পুনর্বাসন ও কল্যানে এই সংস্থা সামাজিক ভাবে এগিয়ে আসবে।

০৫.১৩। বৃদ্ধ ও দুর্বলদের কল্যানঃ মানুষ বয়সের ভারে একসময় বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে তারা তখন সমাজের মুল্যহীন ব্যক্তিতে পরিনত হয়। এই বৃদ্ধ ও অসহায় মানুষের জন্য কল্যান মুলক কাজ করা।

০৫.১৪। সামাজিক কার্যে শিক্ষাদানঃ মানুষ সমাজ বদ্ধ জীব। সমাজে বেঁচে থাকা পাশাপাশিসামাজিক কার্যক্রম করা উচিৎ। সামাজিক কার্যক্রমে শিক্ষাদান করতে এ সংস্থা এগিয়ে আসবে।

সভাপতি
সমাধান সংঘ
রামপাল, বাগেরহাট।

সাধারণ সম্পাদক
সমাধান সংঘ
রামপাল, বাগেরহাট।

০৫.১৫। সমাজকল্যান প্রতিষ্ঠান সমুহের সমুহের সমন্বয় সাধনঃ এই সংস্থাটি একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য সমাজকল্যান প্রতিষ্ঠান সমুহের সাথে সার্বিক সমন্বয় সাধন করে সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

ধারা নংঃ-৬। সদস্যদের শ্রেণী বিভাগঃ

(ক) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (খ) সাধারন সদস্য (গ) দাতা সদস্য (ঘ) আজীবন সদস্য।

ধারা নংঃ-৭। সদস্য হওয়ার যোগ্যতাঃ

(ক) প্রতিষ্ঠাতা সদস্যঃ- প্রতিষ্ঠান গঠনে যারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং যারা নিবন্ধীকরণের সময় 'বি'- ফরমে স্বাক্ষর করেছেন তারা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ নিয়মিত চাঁদা প্রদান করবেন। তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে তাদের সদস্যপদ বাতিল করা যাবে না।

(খ) সাধারণ সদস্যঃ- সাধারণ সদস্যদের যোগ্যতা ধারা ০৮ মোতাবেক হবে।

(গ)দাতা সদস্যঃ- যদি কোন ব্যক্তি এককালীন সর্বনিম্ন ২৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা অথবা সমপরিমান অর্থের মালামাল (স্থাবর/অস্থাবর) সংস্থার নামে জনকল্যাণ কাজে ব্যয় করার জন্য দান করেন তবে তিনি দাতা সদস্য হিসাবে গন্য হবেন। দাতা সদস্যদের ভোটাধিকার থাকবে এবং তিনি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের পরামর্শ বিবেচনা করা যাবে এবং সংস্থার পক্ষ থেকে তিনি বিশেষ সম্মানের অধিকারী হবেন।

(ঘ) আজীবন সদস্যঃ- যদি কোন ব্যক্তি সংস্থার নামে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা অথবা সমপরিমান অর্থের মালামাল দান করেন তবে তিনি আজীবন সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন। আজীবন সদস্যদের ভোটাধিকার এবং তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। আজীবন সদস্যগণ সংস্থার পক্ষ হইতে বিশেষ সম্মানের অধিকারী হবেন। ধারা ৮ এর যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে।

ধারা নংঃ- ০৮। সদস্যপদ লাভের নিয়মাবলীঃ

(ক) কেবলমাত্র বাংলাদেশী নাগরিকই সংস্থার সদস্য/ সদস্যা হতে পারবেন।

(খ) সংস্থার আদর্শ ও উদ্দেশ্যাবলীতে অনুপ্রত হতে হবে।

(গ) সদস্যকে প্রাপ্ত বয়স্ক (১৮ বছর) সমমনা ও সৃজনশীল হতে হবে।

(ঘ) সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে ৩০ (ত্রিশ) টাকা ফি সভাপতি/ সাধারন সম্পাদকের বরাবরে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

(ঙ) জমাকৃত আবেদনপত্র সচিব বাছাই করে নির্বাহী কমিটির অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি অনুমোদিত স্বাক্ষর প্রদান করলে সদস্য খাতায় লিপিবদ্ধ করবেন।

(চ) সদস্য ভর্তি ফি ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা এবং মাসিক ১০.০০ (দশ) টাকা হিসাবে এক বছরের চাঁদা এককালীন প্রদান করে সচিবের বরাবরে আবেদন করলে কার্যকরী কমিটির তিন/চতুর্থাংশ সদস্যের অনুমোদন সাপেক্ষে তাকে সাধারণ সদস্য পদ প্রদান করা যাবে।

ধারা নংঃ-০৯। সদস্যপদ বাতিল/ খারিজ/ বিলুপ্তিঃ

(ক) যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন।

(খ) মৃত/ পাগল, দেউলিয়া এবং আদালত কর্তৃক সাজা প্রাপ্ত হলে।

(গ) পর পর তিন মাস চাঁদা অনাদায়ের কারণে।

(ঘ) সংস্থার স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করলে বা তার স্বভাব / আচারণ সংস্থার পরিপন্থী বলে বিবেচিত হলে।

(ঙ) কোন সদস্য চাকুরী গ্রহণ করলে।

ধারা নংঃ-১০। সদস্যপদ পুনঃ লাভঃ

যে কোন সদস্য তার পদ হারালে এবং তার ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে এমন সদস্যকে পুনরায় ভর্তির জন্য নতুন ভাবে আবেদন করতে হবে এবং সদস্য ভর্তির নিয়মাবলী, ধারা ০৮ অনুযায়ী হবে তবে পুনঃ ভর্তির সিদ্ধান্ত কার্যকরী পরিষদের সভায় চূড়ান্ত অনুমোদন হতে হবে।

ধারা নংঃ-১১। সাংগঠনিক কাঠামোঃ

প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো হবে ৩ (তিন) টি।

(ক) সাধারন পরিষদ (খ) কার্য নির্বাহী পরিষদ (গ) উপদেষ্টা পরিষদ

(ক) সাধারন পরিষদঃ- সকল সাধারন সদস্যদের নিয়ে সাধারন পরিষদ গঠিত হবে। তবে এর কোন উর্ধ্ব সীমা/ নিম্নসীমা থাকবে না।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদঃ- প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল হবে ০২ (দুই) বছর। সাধারন পরিষদ ০৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করবেন। কার্য নির্বাহী কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

(১) সভাপতি	১ (এক) জন
(২) সহ সভাপতি	১ (এক) জন
(৩) সাধারণ সম্পাদক	১ (এক) জন
(৪) সহঃ সাধারন সম্পাদক	১ (এক) জন
(৫) কোষাধ্যক্ষ	১ (এক) জন
(৬) নির্বাহী সদস্য	২ (দুই) জন

(গ) উপদেষ্টা পরিষদ ঃ- প্রতিষ্ঠাতা, দাতা ও আজীবন সদস্যদের মধ্য হতে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক গঠন করতে হবে এবং সাধারন পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। সংস্থার সকল প্রকার উন্নয়ন মূলক কাজের পরামর্শ প্রদান উপদেষ্টা পরিষদের কাজ। পরিষদের মেয়াদকাল হবে পরিষদ গঠনের তারিখ হতে ২ (দুই) বছর।

ধারা নংঃ- ১২। কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

(১) সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ- সাধারণ ও বার্ষিক কার্যকরী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন। কোন ব্যাপারে সদস্যগণ যদি সমান দুই ভাবে বিভক্ত হন, তাহলে সভাপতি তার কাষ্টিং ভোট অথবা লটারীর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তিনি সংস্থার তদারকির জন্য সমগ্র দায়দায়িত্ব পালন করবেন। কার্যকরী পরিষদের সকল বিল সভাপতির অনুমোদন পূর্বক কার্যকর হবে।

(২) সহ সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির অনুপস্থিতিতে তার সকল দায়িত্ব সহ সভাপতি পালন করবেন এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের স্বার্থে সকল কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৩) সাধারন সম্পাদক এর দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ- কার্যকরী পরিষদের সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি হিসাব নিকাশ পর্যবেক্ষণ বাজেট প্রনয়ন ও বস্তবায়নের লক্ষ্যে সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে মিটিং আহবান করবেন। চিঠিপত্র লেখা বিভিন্ন সংস্থার সাথে কর্মসূচী বাস্তবায়ন যোগাযোগ এবং এই সংস্থার উন্নয়নমূলক স্বার্থে তিনি যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করবেন। কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ভাতা আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ, কর্মচারীদের ছুটি মঞ্জুর, বরখাস্ত, বেতন ও জরিমানা নির্ধারন করবেন। উল্লেখ্য সাধারন সম্পাদক সংস্থার নির্বাহী প্রধান হিসাবে গণ্য হবেন।

(৪) সহঃ সম্পাদক এর দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ- সহঃ সাধারন সম্পাদক এই প্রাতষ্ঠানে সাধারন সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তার সকল দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের স্বার্থে সকল কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৫) কোষাধ্যক্ষ এর দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ- তিনি সংস্থার যে কোন ধরনের টাকা রশিদের মাধ্যমে গ্রহণ করবেন। আদায়কৃত টাকা যথা সময়ে জমা দিবেন। বার্ষিক বাজেট প্রনয়ন সহ অন্যান্য হিসাব নিকাশ সঠিক ভাবে করবেন। বার্ষিক বাজেট তৈরীর সময় সচিবকে সহযোগীতা করবেন। প্রতিষ্ঠান বিষয়ক যাবতীয় দায়িত্ব পালনসহ ক্যাশ, ষ্টক লিখবেন ও হিসাব নিকাশ যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করবেন

(৬) নির্বাহী সদস্য এর দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ তাদের ভোটিং পাওয়ার থাকবে। কোন কাজ করিতে হইলে তাহাদের মতামত প্রয়োজন হবে সভাপতি/ সাধারন সম্পাদকের দেয় দায়িত্ব পালন করবেন। সভায় উপস্থিত ও মতামত প্রদান করবেন।

ধারা নংঃ-১৩। কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও কর্তব্যঃ-

(ক) সংস্থার প্রয়োজনীয় খরচের অনুমোদন করা, বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য সাধারণ সদস্যদের মধ্য হতে সাব কমিটি গঠন করা।

(খ) দিন, তারিখ, সময়, স্থান ও সভার এজেন্ডা প্রনয়ণ করবেন। সংস্থার সকল হিসাব নিকাশ, খরচের ভাউচার, হিসাব বহি ও ক্যাশ বহি নিরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা।

(গ) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্মচারী নিয়োগ, বেতন ভাতা নির্ধারণ এবং তা নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ হতে অনুমোদন করিয়ে নেওয়া।

(ঘ) সংস্থার প্রশাসনিক আর্থিক পরিচালনার দায়িত্ব নিশ্চিত করা এবং কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দায়িত্ব নির্ধারণ করা।

ধারা নংঃ- ১৪। বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ সংক্রান্তঃ-

১৯৭৮ সনের বৈদেশিক সাহায্য অধ্যাদেশের আওতায় নিবন্ধন গ্রহণ করে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করা যাবে।

ধারা নংঃ- ১৫। কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিঃ

প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগকল্পে সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রতিটি পদের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে কার্যকরী পরিষদের মনোনীত ৪ (চার) জন ও নিবন্ধনকৃত কর্তৃপক্ষের মনোনীত ১ (এক) মোট ৫ (পাঁচ) জন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচনী বো কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তাদের নিয়োগ করা হবে।

ধারা নংঃ-১৬। প্রশাসনিক বিভাগ ও কার্যক্রমঃ

প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নিম্নলিখিত বিভাগ সমূহ থাকবে।

(ক) সাংগঠনিক তথ্য ও যোগাযোগ বিভাগ। (সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে)

(খ) প্রশিক্ষণ বিভাগ।

(গ) মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগ।

(ঘ) স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়ন বিভাগ। (সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে)

ধারা নংঃ-১৭। প্রশাসনিক বিভাগ ও কার্যক্রমঃ

(ক) প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রের ধারা ০৩- এ বর্ণিত এলাকায় কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

(খ) প্রতিটি প্রকল্প পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক বিভাগ ১ (এক) জন করে কো- অর্ডিনেটর থাকবেন এবং তার অধীনে ঐ প্রকল্পে কর্মচারীরা থাকবেন। এছাড়া সংস্থার একজন ম্যানেজার হিসাবে থাকবেন যার দায়িত্ব হবে মানবিক উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও মূল্যায়ন করা,বস্তুমুখী দক্ষতাবৃদ্ধি প্রশিক্ষণ, সেচ কর্মসূচী, প্রকাশনা, তথ্য প্রচার, জনসংযোগ, অর্থ ও হিসাব সংরক্ষণ করা।

ধারা নংঃ-১৮। উন্নয়ন কেন্দ্রে ও উন্নয়ন কেন্দ্র সমন্বয় কমিটিঃ

এক বা একাধিক থানার সমন্বয়ে প্রকৃত কর্মস্থানে একটি উন্নয়ন কেন্দ্র থাকবে। এক্ষেত্রে মাঠ কর্মীরা সমন্বয় কমিটির সদস্য থাকবেন। এলাকার কর্মসূচী এবং কার্যক্রম সুনিশ্চিত বাস্তবায়নই এই কমিটির প্রধানত দায়িত্ব থাকবে।

ধারা নংঃ-১৯। প্রশাসনিক বিভাগ ও কার্যক্রমঃ

বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান " বাদাবন সংঘ" এর দীর্ঘ মেয়াদী এবং স্বল্প মেয়াদী দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে।

(ক) দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাঃ

গ্রামীন অবহেলিত ভূমিহীন চাষী, শ্রমিক এবং মহিলাদের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীন সমাজকে উন্নয়ন করা।

(খ) স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনাঃ

গ্রামীন শহরের অবহেলিত জনগণ যাতে তাদের সম্পদ ও জনগোষ্ঠী একত্রিত করে একে- অপরের মধ্যে একটি সহযোগীতা মূলক মনো করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা। যথাঃ বনায়ন, মৎস চাষ, হাঁস- মুরগী পালন ।

অনুমোদিত

ধারা নংঃ- ২০। কর্মসূচী ও কার্যক্রমঃ

উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য " বাদাবন সংঘ" নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম করবেন।

(ক) গ্রামীন শহরের অবহেলিত জনগণকে স্থায়ী ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করে উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদন করার জন্য " বাদাবন সংঘ" সহায়তা দান করবেন।

(খ) মহিলা কর্মসূচীঃ অসহায় মহিলাদের একত্রিভূত করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা।

(গ) প্রশিক্ষণঃ এ প্রতিষ্ঠান সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। এ প্রশিক্ষণ মূলতঃ ধরনের হবে। "মানবিক উন্নয়ন" ও "বাস্তব দক্ষতা বৃদ্ধি"।

রেজিষ্ট্রেশন কর্মকর্তা ও উপ-পরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তর বাগেরহাট

(ঘ) স্বাস্থ্য, শিক্ষা কার্যক্রমঃ বিশেষ করে এইডস প্রতিরোধ ও পরিবেশ উন্নয়ন। (সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে)

(ঙ) সমাজ সেবা মূলক কার্যক্রমঃ প্রতিষ্ঠানের কর্ম এলাকায় এলাকাবাসীদের প্রয়োজনে তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ পানির জন্য নলকূপ সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার ব্যবস্থা করা ও বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।

ধারা নংঃ-২১। প্রকল্প বাস্তবায়নে জনশক্তিঃ

এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও কার্যনির্বাহী পরিষদ বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজন অনুযায়ী জনশক্তি নিয়োগ করবেন। প্রয়োজনে খন্ডকালীন ও সর্বকালীন সময়ের জন্য কর্মী নিয়োগ করবেন।

ধারা নংঃ-২২। প্রতিষ্ঠানের সভাঃ

এই প্রতিষ্ঠানের ৪(চার) প্রকার সভা থাকবে।

(১) সাধারন পরিষদ সভা, (২) কার্যকরী পরিষদ সভা, (৩) জরুরী সভা, (৪) মুলতবী সভা।

(১)সাধারন পরিষদ সভাঃ উক্ত প্রতিষ্ঠানে বৎসরে কমপক্ষে দুইবার এই পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভার জন্য কমপক্ষে (পনের) দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং প্রত্যেক সাধারণ সদস্যদের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এই সভার জন্য তৃতীয়াংশে সদস্যদের উপস্থিতিতে সভার কোরাম ধরা হবে।

(২) কার্যকরী পরিষদের সভাঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা প্রতি মাসে একটি করে সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভার জন্য কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করতে হবে। সভার দুই তৃতীয়াংশে সদস্যদের উপস্থিতিতে সভার কোরাম ধরা হবে।

সভাপতি
বাদাবন সংঘ
রামপাল, বাগেরহাট।

সাধারণ সম্পাদক
বাদাবন সংঘ
রামপাল, বাগেরহাট।

(৩) জরুরী সভাঃ এই সভা কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা নোটিশের মাধ্যমে কার্যকরী পরিষদের সভা এবং ৩ (তিন) দিনের নোটিশে সাধারণ পরিষদের সভা আহবান করা যাবে। উক্ত সভার জন্য দুই তৃতীয়াংশে সদস্যদের উপস্থিতিতে সভার কোরাম ধরা হবে।

(৪) মুলতবী সভাঃ যদি কোন আকস্মিক কারণে বা সময়ের অভাবে বা কোন কোরামের অভাবে সভা মুলতবী হয়ে গেলে পরবর্তীতে একই স্থানে ও নির্ধারিত সময়ে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই সভা অনুষ্ঠানের জন্য কোন নোটিশের প্রয়োজন হবে না। এই সভার জন্য কোন কোরামের প্রয়োজন নেই।

ধারা-নং- ২৩। প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনঃ

(ক) কার্যনির্বাহী পরিষদঃ সংস্থার বৈধ সাধারণ সদস্যদের সরাসরি ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করে এক মাসের মধ্যে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদন গ্রহন করতে হবে। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি হিসাবে একজন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) মেয়াদঃ কার্যকরী পরিষদের মেয়াদকাল হবে ২ (দুই) বছর। নির্বাচিত ঘোষনার তারিখ হতে এই মেয়াদ কার্যকর হবে।

(গ) নির্বাচন কমিশনঃ নির্বাচন পরিচালনার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বা প্রতিষ্ঠানের সদস্য নন এমন তিনজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে নিয়ে ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন সাধারন পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে গঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নির্বাচনী কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন এবং নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করবেন।

(ঘ) নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ঃ

১)সংস্থার বৈধ সাধারণ সদস্যদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রনয়ন,২) নির্বাচনী তপশীল ঘোষণা,৩) নির্বাচন অনুষ্ঠিত করণ ও ফলাফল ঘোষণা।

(ঙ) ভোটের প্রণালী ঃ এক ব্যক্তি প্রতিটি পদে একটি ভোট প্রদান করবেন এবং প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোট দেওয়া যাবে না। গোপন ব্যালট পেপারের মাধ্যে অথবা সরাসরি হাত উঠিয়ে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তপশীল ঘোষণা করবেন নির্বাচন বিষয়ে কমিশন কর্তৃক গ্রহীত সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ধারা নং-২৪। অনাস্থা প্রস্তাবঃ

যদি কোন সময়ে কার্যকরী পরিষদের কেউ সংস্থার স্বার্থের পরিপন্থি কোন কাজ করেন তবে তাহার বিরুদ্ধে সাধারন পরিষদের ২/৩ অংশ সদ কর্তৃক অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা যাবে। এই অবস্থার সমগ্র কার্যকরী পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনয়ন করা যাবে। তবে এই বিষয়ে নিবন্ধন কর্তৃপ [illegible] সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অনুমোদিত

ধারা নং-২৫। শূণ্যপদ পূরণঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের পদ শূণ্য হলে সাধারন পরিষদের সিদ্ধান্ত ক্রমে সংস্থার সদস্য দ্বারা উক্ত শূণ্যপদ পুরণ করা যাবে। শূণ্যপদ পূরণের ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহনের পর তা কার্যকর হবে।

রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ ও উপ-পরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তর বাগেরহাট।

ধারা নং-২৬। সংস্থার আয়ের উৎসঃ

সদস্য চাঁদা, অনুদান, সরকারী বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির দান সংস্থার আয়ের উৎস হিসাবে গণ্য হবে।

ধারা নং-২৭ আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ-

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যে কোন সিডিউল ব্যাংকে সংস্থার নামে একটি সঞ্চয়ী/ চলতি হিসাব খুলতে হবে।

(ক) সঞ্চয়ী/ চলতি বা উভয় হিসাবই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদকের সাথে সভাপতি/ কোষাধ্যক্ষ এই দুইজনের যে কোন একজন সহ মোট দুইজনের দ স্বাক্ষর দ্বারা পরিচালিত হবে।

(খ) ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংকে হিসাব খোল যেতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে সাধারন সম্পাদকসহ সভাপতি/ কার্যনির্বাহী পরিষ অনুমোদিত ব্যক্তি অপারেটর হিসাবে থাকতে পারবেন।

(গ) সংস্থার নামে গৃহীত অর্থ কোন অবস্থাতেই হাতে রাখা যাবে না। অর্থ প্রাপ্তির সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে একাউন্টে জমা দিতে হবে।

(ঘ) সংস্থার দৈনন্দিন কাজ চালানোর জন্য ক্যাশে সর্বোচ্চ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা রাখতে হবে।

ধারা নং-২৮। অডিটঃ

উক্ত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক হিসাব নিকাশ দুই ভাবে করা হবে। ১) বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত যে কোন অডিট ফার্ম, ২) সমাজ অধিদপ্তরের নিবন্ধনকৃত কর্তৃপক্ষের মনোনিত যে কোন কর্মকর্তা কর্তৃক অডিট সম্পন্ন করবে। এ ধরনের হিসাব বার্ষিক ভিত্তিতে হবে। হিসাব নিক ক্ষেত্রে বৎসর বলতে চলতি ১লা জুলাই থেকে পরবর্তী ৩০শে জুন পর্যন্ত ধরা হবে।

সাধারণ সম্পাদক
সাধারণ সংঘ
রামপাল, বাগেরহাট।

ধারা নং-২৯। প্রতিষ্ঠানের সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তনঃ

যদি কোন কারণে বা পরিস্থিতিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংবিধানের কোন ধারা বা উপধারা সংশোধন করার প্রয়োজন হয়, তবে সভার মাধ্যমে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের অনুমোদন সাপেক্ষে এই সংশোধনী কার্যকরী বলে বিবেচিত হইবে। তবে উল্লেখ থাকে যে রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হইবে।

ধারা নং-৩০। আইনগত বিধানঃ

অত্র গঠনতন্ত্রে যা কিছু উল্লেখ্য থাকুক না কেন সংস্থাটি ১৯৬১ সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশের আওতায় এবং দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী সকল কার্যাবলী পরিচালিত হবে। অন্যান্য কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে পরিচালিত হবে।

ধারা নং-৩১। প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তিঃ

যদি কোন সুনির্দিষ্ট কারনে প্রতিষ্ঠানের মোট সদস্যের পাঁচের তিন অংশ সদস্য যদি বিলুপ্তি চান তবে যথা নিয়মে নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ অনুমোদন স্বাপেক্ষে সংস্থার সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অন্য কোন সংস্থার কাছে স্থানান্তর করা যাইবে। অন্যথা নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারিবেন।

বিঃদ্রঃ- এই নির্দেশিকা প্রচলিত সরকারী নীতির আলোকে প্রণীত, তবে সময়ান্তে সরকারী কোন আদেশের আলোকে সংশোধন যোগ্য।

-সমাপ্তি-

অনুমোদিত

রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ
ও
উপ-পরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর
বগুড়া।